মেজর সিনহার মৃত্যু নিশ্চিত করতে গুলি করেন ওসি প্রদীপও!

পুলিশের গুলিতে নিহত মেজর (অব.) সিনহা মোহাম্মদ রাশেদ খানের মরদেহের ময়নাতদন্তেও চারটির বেশি গুলির চিহ্ন পাওয়া গেছে। এর আগে সুরতহাল প্রতিবেদনে মরদেহে ছয়টি গুলির চিহ্ন পায় পুলিশ। মেজর সিনহার মৃত্যু নিশ্চিত করতে পর পর দুটি গুলি করেছেন টেকনাফ থানার সাবেক ওসি প্রদীপ কুমার দাশ।

এর আগে মেজর সিনহা মো. রাশেদকে গাড়ি থেকে নামিয়ে ৪ রাউন্ড গুলি করে টেকনাফের বাহারছড়া ফাঁড়ির ইনচার্জ লিয়াকত। আহত অবস্থায় সিনহা মাটিতে পড়ে থাকলে খবর পেয়ে ওসি প্রদীপ টেকনাফ থেকে এসে তার মৃত্যু নিশ্চিত করতে আরও ২ রাউন্ড গুলি করেন।

কক্সবাজার-টেকনাফ মেরিন ড্রাইভ সড়কে গত ৩১ জুলাই রাত সাড়ে ৯টার দিকে পুলিশের গুলিতে সিনহা রাশেদ নিহত হওয়ার পর বাহারছড়া তদন্তকেন্দ্রের উপপরিদর্শক নন্দ দুলাল রক্ষিত যে মামলা করেন তাতে বলা হয়েছে, সেই রাতে পরিদর্শক লিয়াকত চারটি গুলি করেন। পরদিন নিহত সিনহার লাশের সুরতহাল তৈরি করেন কক্সবাজার সদর মডেল থানার উপপরিদর্শক সাইফুল ইসলাম।

তাঁর রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়, মেজর সিনহার মরদেহে ছয়টি গুলির চিহ্ন পাওয়া গেছে। এ বিষয়ে পরিদর্শক সাইফুল গতকাল শনিবার (৮ আগস্ট) জানান, ‘আমি মেজর সিনহার মরদেহ তন্ন তন্ন করে দেখেছি। মরদেহে আমি মোট ছয়টি ফুটো দেখতে পেয়েছি, যা সুরতহাল রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়েছে।’

টেকনাফ থানায় পুলিশের দায়ের করা মামলা এবং সুরতহাল রিপোর্টে বর্ষিত গুলি ও মরদেহে গুলির চিহ্ন নিয়ে ভিন্ন তথ্যের পর ময়নাতদন্ত প্রতিবেদনের অপেক্ষায় ছিলেন তদন্তকারীরা। গতকাল শনিবার কক্সবাজার জেলা সদর হাসপাতাল থেকে ময়নাতদন্ত প্রতিবেদন তদন্তকারী সংস্থা র্যাবের হাতে পৌঁছেছে। ময়নাতদন্তের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট চিকিৎসক ও র্যাবের পক্ষ থেকে এ বিষয়ে কঠোর গোপনীয়তা রক্ষা করা হচ্ছে। তবে এই তথ্য নিশ্চিত হওয়া গেছে যে সিনহার মরদেহে চারটির অধিক গুলির চিহ্ন মিলেছে।

অন্যদিকে প্রত্যক্ষদর্শী ইজি বাইক (টমটম) চালক সরওয়ার কামাল

গতকাল বিকেলে জানান, পুলিশ পরিদর্শক লিয়াকত গুলি করার পর মোবাইলে বলেন, ‘স্যার তিনটি দিয়েছি।’ টমটমচালক আরও জানান, এর কিছুক্ষণ পর টেকনাফ থানার তৎকালীন ওসি প্রদীপ এসে মাটিতে লুটিয়ে পড়া মেজর সিনহার বুক-পিঠে লাথি মেরে কুত্তার বাচ্চা বলে গালি দিয়ে আরো দুটি গুলি করেন।

টেকনাফের বাহারছড়ার শামলাপুর নয়াপাড়ার বাসিন্দা সরওয়ার কামাল মোবাইল ফোনে জানান, তিনি গত ৩১ জুলাই সন্ধ্যার পর শামলাপুর লামার বাজারে গিয়ে পরদিন ঈদুল আজহা উপলক্ষে একটি পাঞ্জাবি কেনেন। এরপর মেরিন ড্রাইভে ঘটনাস্থলের পাশে ব্রিজে বসে সিগারেট টানছিলেন। এমন সময় তিনি দেখেন পুলিশ পরিদর্শক লিয়াকত ও তদন্ত কেন্দ্রের ক্যাশিয়ার (কনস্টেবল) মামুন কক্সবাজারমুখী একটি কার থামান।

কার থেকে এ সময় এক ব্যক্তি নামতেই পরিদর্শক লিয়াকত পর পর তিনটি গুলি করেন। এরপর ওই ব্যক্তির অন্য সঙ্গী নামতেই তাঁর পা লক্ষ্য করে একটি গুলি করেন। তবে সেই গুলি তাঁর পায়ে লেগেছে কি না তিনি জানেন না। এর কিছুক্ষণের মধ্যেই ঘটনাস্থলে ওসি প্রদীপ এসে মেজর সিনহার শরীরে দুই রাউন্ড গুলি করেন।

তদন্তসংশ্লিষ্ট সূত্র জানায়, ঘটনাস্থলে চারটি গুলির হিসাবই মামলার মাধ্যমে দিয়েছেন ওসি প্রদীপ। ফলে তিনিসহ আর কেউ বেশি গুলি করে থাকলে সেটিও এখন বড় অপরাধ হয়ে যাবে। কারণ সরকারি প্রতিটি গুলিরই হিসাব দিতে হয়। এ ক্ষেত্রে প্রশ্ন উঠতে পারে- তাহলে বেশি গুলি কোথা থেকে এলো? সেই গুলি কি অবৈধ ছিল?

সূত্র: কালের কণ্ঠ।

গাংনীতে করোনা আক্রান্ত ভ্যান চালকের মৃত্যু

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার গজারিয়া গ্রামের ভ্যান চালক করোনা আক্রান্ত সাদেক আলী (৫৬) মৃত্যুবরণ করেছেন। তিনি কোভিড ১৯

পজেটিভ অবস্থায় নিজ বাড়িতে চিকিৎসাধীন ছিলেন।

আজ রোববার সকাল সাড়ে সাতটার দিকে তার মৃত্যু হয়। করোনা ভাইরাস আক্রান্তদের দাফনের নিয়ম মেনে তার দাফন সম্পন্ন হবে বলে জানিয়েছে স্বাস্থ্য বিভাগ।

এ নিয়ে মেহেরপুর জেলায় করোনা ভাইরাস আক্রান্তে মৃত্যুর সংখ্যা দাঁড়ালো আট।

জানা গেছে, দুই সপ্তাহ আগে করোনা ভাইরাস সংক্রমণ সনাক্ত হন সাদেক আলী। সর্দি জ্বরসহ শারীরিক অন্যান্য অসুবিধার কারণে তিনি নমুনা দিয়েছিলেন। নিজ বাড়িতে রুম আইসোলেশন এ চিকিৎসাধীন ছিলেন তিনি।

গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসার আর এম শাহিন শাহনেওয়াজ বলেন, সরকারি সিদ্ধান্তে ইসলামিক ফাউন্ডেশনের নির্দেশনা অনুযায়ী তার দাফন সম্পন্ন করা হবে।

এপর্যন্ত মেহেরপুরে করোনা পজেটিভ মৃত্যের সংখ্যা ৮ জন।

আলমডাঙ্গায় ২ মাদক সেবীর কারাদন্ড

আলমডাঙ্গায় দুই মাদকসেবীকে ৫ দিন করে জেল দিয়েছেন ভ্রাম্যমান আদালত। মাদক সেবনের অপরাধে ওই আদেশ দেন ভ্রাম্যমান আদালতের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট ও উপজেলা নির্বাহী অফিসার লিটন আলী।

জানা গেছে, দুর্লভপুর ক্যাম্পের আইসি এসআই নাইম শনিবার দুপুরের মাদক বিরোধী অভিযান পরিচালনা করে গোপিবল্লবপুর গ্রামের মৃত মোকাম মন্ডলের ছেলে আসমান ও কামালপুর গ্রামের মৃত নিজাম উদ্দিনের ছেলে রনিকে আটক করে থানা হেফাজতে নেন।

ওই দুজনকে মাদক সেবনের অপরাধে ভ্রাম্যমান আদালতের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট লিটন আলী ৫ দিনের কারাদন্ডাদেশ প্রদান করেন।

গোকুলখালী পুলিশ ক্যাম্প স্থায়ীকরণ উপলক্ষে আলোচনা সভা

চুয়াডাঙ্গার আলমডাঙ্গা উপজেলা গোকুলখালী বাজারে পুলিশ ক্যাম্প স্থায়ীকরণ উপলক্ষে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

গতকাল শনিবার বিকালে গোকুলখালী বাজারে এ আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

গোকুলখালী বাজার কমিটির সভাপতি হাজী শরিফুল ইসলাম টোকন এর সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন চিৎলা ইউনিয়ন চেয়ারম্যান আব্দুস সালাম বিপ্লব।

বিশেষ অতিথি ছিলেন চিৎলা ইউনিয়ন আওয়ামীলীগের সভাপতি শাহ আব্দুল বাতেন, গোকুলখালি পুলিশ ক্যাম্প ইনচার্জ বিকাশ দত্ত। উপস্থিত ছিলেন গোকুলখালি বাজার কমিটির সদস্যরা ও বাজারের সকল ব্যবসায়ী।

বাজার কমিটির সভাপতি হাজী শরিফুল ইসলাম বলেন, গোকুলখালি বাজারে যে ক্যাম্প রয়েছে, এটা ১৯৯২ সালে স্থাপন করা হয়। যার কারণে আমাদের ইউনিয়নের সকল জনগণ নিরাপদে রয়েছে। চুরি-ডাকাতি খুনখারাপি এগুলো নেই বললেই চলে।

এই গোকুলখালি বাজারে স্কুল, কলেজ, ব্যাংক, ইউনিয়ন পরিষদ,পানের হাট,গরু হাট আরও সরকারি-বেসরকারি অনেক প্রতিষ্ঠান রয়েছে। এগুলা নিরাপত্তা দেওয়ার জন্য পুলিশ ক্যাম্পের বিকল্প কিছু নেই। তাই পুলিশ ক্যাম্প এখান থেকে তুলে নিয়ে অন্য কোনো জায়গায় স্থাপন না করে এটা এলাকাবাসী ও সাধারণ জনগণের প্রাণের দাবি।

ভারতের সাথে রক্তের সম্পর্ক, চিনের সাথে অর্থনৈতিক

পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. এ কে আব্দুল মোমেন বলেছেন, ভারতের সাথে আমাদের রক্তের সম্পর্ক এবং চিনের সাথে আমাদের অর্থনৈতিক সম্পর্ক। সম্প্রতি চিন আমাদের দেশের প্রায় ৮ হাজারেরও বেশি পণ্য শুল্কমুক্ত প্রবেশের অনুমতি দিয়েছে। এটা আমাদের জন্য বড় পাওয়া। এনিয়ে ভারতের সাথে আমাদের সাথে সম্পর্কের কোন প্রভাব পড়বে না।

শনিবার সকালে মুজিবনগর স্মৃতিসৌধে পুস্পস্তবক অর্পণ শেষে তিনি সাংবাদিকদেও প্রশ্নের জবাবে এসব কথা বলেন।

ড. এ কে আব্দুল মোমেন বলেন, প্রতিবেশি দেশ ভারতের সাথে আমাদের নাড়ির সম্পর্ক। স্বাধিনতা যুদ্ধে ভারতের সহযোগীতা রক্তের সম্পর্ক সৃষ্টি করেছে। আগামী বচছর আমরা ৫০ বছর পুর্তি উৎসব করবো। আমাদের বিজয়, ভারতের বিজয়। আমাদের উন্নয়ন, ভারতের উন্নয়ন।

ভারতের সাথেও যেমন আমাদের বানিজ্যিক সম্পর্ক আছে তেমনি চিনের সাথেও আছে। ইতিমধ্যে চিন আমাদের দেশে বেশ কয়েকটি প্রকল্প নিয়ে কাজ করছে। এক্ষেত্রে চিন ভারত উত্তেজনায় বাংলাদেশ ভারতের সম্পর্কে কোন প্রভাব পড়বে না। আমরা সবাই মিলে যৌথভাবে কাজ করবো।

বঙ্গবন্ধুর বাকি খুনিদের দেশে ফিরিয়ে আনার বিষয়ে পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, বঙ্গবন্ধুর খুনিরা যারা এখনো দেশের বাইরে পলাতক আছেন তাদের দেশে ফিরিয়ে এনে এই মুজিববর্ষেই বিচার করা হবে ইনশাল্লাহ। এজন্য আমরা জোর চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি।

যেহেতু এটা অন্য দেশের উপরও নির্ভর করে তাই একটু বিলম্ব হচ্ছে। আমাদের যা যা করার আমরা সব গুলো প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি। এছাড়াও আমরা সব প্রবাসী বাঙালীদের কাছে অনুরোধ আপনারা যে যেখানে আছেন সেখানে যদি বঙ্গবন্ধুর ঘাতকরা লুকিয়ে থাকে তবে আমাদের তথ্য দিন। আমরা দেশে এনে বিচারের ব্যবস্থা করবো।

মেহেরপুরে স্থলবন্দর স্থাপনের বিষয়ে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, আপনারা এটা নিয়ে আবেদন করেন, ভয়েস রেইস করেন। তাহলে এ বিষয়ে আলোচনা করে দেখা যাবে।

এর আগে তিনি পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. এ কে আব্দুল মোমেন স্বস্ত্রীক মুজিবনগর পৌছালে মুজিবনগর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা উসমান গনি ফুলেল শুভেচ্ছা জানান। এসময় উস্থিত ছিলেন, মেহেরপুর-১ আসনের সাবেক সংসদ সদস্য জয়নাল আবেদীন,

জেলা প্রশাসক ড. মোহাম্মদ মুনসুর আলম খান, পুলিশ সুপার এস এম মুরাদ আলী, সদর উপজেলা নির্বাহী অফিসার মাসুদুল আলম, জেলা আওয়ামীলীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক অ্যাড. ইব্রাহীম শাহীন, পাবলিক প্রসিকিউটর পল্লব ভাট্টাচার্য, মুজিবনগর উপজেলা আওয়ামীলীগের সাধারণ সম্পাদক আমাম হোসেন মিলু, মুজিবনগর উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান রফিকুল ইসলাম।

পরে তিনি মুজিবনগর স্মৃতি কমপ্লেক্সের বিভিন্ন স্থাপনা পরিদর্শন করেন। পরিদর্শন শেষে তিনি মেহেরপুর ত্যাগ করেন।

গাংনীতে ভায়ের নির্যাতনে ভিটে ছাড়া বোন

মেহেরপুরের গাংনীতে আপন ভায়ের নির্যাতনে ঘর ছাড়া হয়েছেন বোন। প্রায় এক মাস ধরে বিভিন্ন জনের বাড়িতে থেকে দিন পার করছে ভুক্তভোগী ঐ মহিলা। অসহায় মহিলার ভাই হযরত আলী ঘরবাড়ি ভেঙে দেড় লক্ষাধীক টাকার মালামাল লুটপাট করেছে বলে অভিযোগ করেছে মহিলা। মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার আযান গ্রামে এ ঘটনা ঘটেছে।

ভুক্তভোগী ঐ মহিলা জানান, গত ৩০ বছর ধরে আমি ঐ জায়গায় বসবাস করে আসছি। আমার দুই মেয়ে। তাদের বিয়ে হয়ে গেছে। সেক্ষেত্রে আমি একাই সেখানে থাকি। কিন্তু আমার অসহায়ত্বে সুযোগ নিয়ে আমার ভাই হযরত ঐ জমি দখল নেওয়ার জন্য আমাকে মেরে ঘর থেকে বের করে দেয়। সেই সাথে ঘরের সব কিছু লুট করে নিয়ে যায়। আমার ভাই হযরত তার ছেলে সেলিম মেয়ে আম্বিয়া ও প্রতিবেশি খবির এর ছেলে ইদু।

গত বৃহস্পতিবার আমার ঘর বাড়ি ভেঙে দেয় এবং আমি যদি এই জায়গায় পা রাখি তবে প্রাণে মেরে ফেলার হুমকিও দেয়। এ বিষয়ে গাংনী থানায়

অভিযোগ দায়ের করলে সেখান থেকে পুলিশ এসে পরিদর্শন করে গেছে। কিন্তু আশানুরুপ কোন কিছু করেনি।

এ বিষয়ে হযরতের সাথে যোগাযোগ করা হলে তিনি সাংবাদিকদের সাথে দেখা করতে রাজি হননি।

গাংনী থানার ওসি ওবাইদুর রহমান জানান, এদের দুই ভাই বোনের জমিজমা নিয়ে বিরোধ বেশ কয়েক বছর ধরে। আমি প্রায় মাস পাঁচেক আগে একটি মিমাংসা করে দিয়েছিলাম।

কিন্তু পরে আবার এটা নিয়ে তাদের মধ্যে মারামারি ঘটনা ঘটে। আমি অভিযোগ আমলে নিয়ে মামলা নিয়ে অভিযুক্ত হযরতকে আটক করে কোর্টে চালান দিয়েছিলাম। পরে ঘরবাড়ি ভাঙচুরের ঘটনাটি আমি খোঁজ নিয়ে দেখবো।

একটি ঘরের প্রতীক্ষায় প্রতিবন্ধী সহিদ

আর কত গরিব, আর কত অসহায় হলে সরকারি ঘরের বরাদ্দ পাওয়া যায়- তা জানা নেই বৃদ্ধ প্রতিবন্ধী সহিদ মিয়ার।

মেহেরপুর জেলার গাংনী পৌরসভাধীন শিশিরপাড়া গ্রামের মাঠ পাড়ার অসহায় এই মানুষটির একমাত্র মাথা গোঁজার আশ্রয়মাটির ঘরের দেয়ালখানি অতিরিক্ত বর্ষণের ফলে ভেঙ্গে গেছে মাসখানেক আগে। প্রয়োজনীয় অর্থের অভাবে তা মেরামত করাওসম্ভব হয়নি আজও।

মেরামত হবেই-বা কি করে, যার যেখানে নুন আনতে পানতা ফুরাবার অবস্থা সে কিভাবে ঘর মেরামত করবে? ঘরের যে দেয়ালটুকু অবশিষ্ট রয়েছে তা যে কোন মুহূর্তে ভেঙ্গে পড়তে পারে।

তবুও জীবনের ঝুঁকি নিয়ে ওই ভাঙ্গা ঘরের মধ্যেই তারা বৃদ্ধ স্বামী-স্ত্রী বসবাস করে চলেছে।শারীরিকভাবে অক্ষম বাক প্রতিবন্ধী সহিদ মিয়ার একমাত্র উপার্জনক্ষম ব্যক্তি হচ্ছে তার বৃদ্ধা স্ত্রী ছালে খাতুন। বৃদ্ধা স্ত্রী ছালে কখনো লোকের বাড়িতে, কখনো মাঠে

গিয়ে দিন মজুরের কাজ করে যা উপার্জন করে তা দিয়ে অনেক কষ্টে সংসার চলে তাদের।

উপার্জিত সামান্য এই অর্থের মধ্য হতে বৃদ্ধা স্বামী সহিদ মিয়ার চিকিৎসাও চালিয়ে যাচ্ছে সে। তাদের ঔরসজাত শুকুর আলী ও মুছা নামের দুই সন্তান থাকলেও তারা বাবা-মায়ের খোঁজ-খবর নেয় না। তারা থাকে আলাদা। তাদেরও সংসার চলে দিনমজুরের কাজ করে।

সরকারি সহযোগীতায় অনেক উপার্জনক্ষম ব্যাক্তির ঘর-বাড়ি নির্মান করে দেয়া হলেও অসহায় এই পরিবারটির সহযোগীতায় কেউ আজ পর্যন্ত এগিয়ে আসেনি। তাই এই মুহূর্তে সরকারী কিংবা বে-সরকারী পর্যায়ে কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান এগিয়ে আসলে অসহায় এই পরিবারটি হয়তো কিছুটা হলেও আলোর মুখ দেখতে পাবে।

এ ব্যাপারে স্থানীয় পৌর কমিশনার মিজানুর রহমান বলেন, বিভিন্ন সময়ে বিভিন্নভাবে ত্রাণ সহায়তা দিয়েছি এই পরিবারটিকে। এই মুহূর্তে অসহায় এই পরিবারটির জন্য ঘর নির্মাণ, একটি হুইল চেয়ার ক্রয়, খাদ্য সহায়তা জরুরী ভিত্তিতে প্রয়োজন। তিনি সাংবাদিকসহ সকলের সহযোগীতা কামনা করেছেন।

মেহেরপুরে বেড়েছে ইলিশের সরবরাহ

মেহেরপুরের বাজারগুলোতে বেড়েছে ইলিশের সরবরাহ। বিপরীতে কোরবানির ঈদের আমেজে মাছের বাজারে ক্রেতা কিছুটা কম। ফলে বড় ইলিশের দামও কমেছে। মেহেরপুরের বাজারগুলোতে বড় আকারের ইলিশ পাওয়া যাচ্ছে ৮শ থেকে ৯শ টাকা কেজিতে। ছোটগুলোর দাম আরো কম। ৫০০ থেকে ৬০০ টাকায় বিক্রি হচ্ছে ছোট আকারের ইলিশ। অন্যান্য মাছের দাম বেশি হলেও ইলিশে খুশি ক্রেতারা।

মেহেরপুরের বড় বাজার, হোটেল বাজারসহ গ্রামের কয়েকটি হাটে ঘুরে দেখা যায় এই চিত্র। এই সপ্তাহে বাজারে বড় ইলিশের বেশ সমাগম রয়েছে। দেড় থেকে দুই কেজি ওজনের ইলিশসহ ছোট-বড় ইলিশে বাজার

ভরপুর।

এতে কম দামে ইলিশ কিনতে পেরে ক্রেতারা যেমন খুশি তেমনি তুলনামূলক কম মূলধন খাটিয়ে বেশি লাভ হওয়ায় বিক্রেতারাও খুশি। বড় বাজার এলাকার শামিম নামের এক ক্রেতা জানান, দীর্ঘদিন ধরে বাজারে আসেনি ইলিশ, অতিবৃষ্টির কারণে নদীনালা ভরে গেলে মাছের বাজারে এসেছে নানান মাছ। যে কারণে নতুন ভাবেও কিন্তু ইলিশ এসেছে বাজারে, আগের তুলনার চাইতে এখন ইলিশের দাম কম তাই বাজারে এখন ইলিশ কেনায় ব্যস্ত সব পেশার মানুষেরা।

বাজারে মাছ কিনতে আসা হারুন-অর রশিদ বলেন, এবার বড় ইলিশ বাজারে উঠেছে বেশি। দেড় কেজি ওজনের দুইটা ইলিশ কিনলাম সাড়ে তিন হাজার টাকায়। অর্থাৎ ১২০০ টাকার কাছা কাছি। আগে এই মাপের ইলিশ কিনতে সাড়ে চার হাজার টাকা খরচ করতে হতো। তা ছাড়া এত বড় ইলিশ কমই পাওয়া যেত।

মাছ ব্যবসায়ী মাধব অধিকারী ও সুশাল হালদার বলেন, বাজারে প্রচুর ইলিশ আসছে। সে কারণে দাম কমেছে। ইলিশের বাড়তি সরবরাহের কারণে অন্য মাছের দাম বেশি চাইলে ক্রেতারা মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছেন।

মেহেরপুর গড় পুকুর সংলগ্ন হালদার মৎস আড়তের ভক্ত হালদার জানান, এক কেজি ওজনের ইলিশ বিক্রি হচ্ছে ৮০০-৮৫০ টাকায়, যা কিছু দিন আগেও ছিল ১১০০-১২০০ টাকা। ৭৫০-৮০০ গ্রাম ওজনের ইলিশ বিক্রি হচ্ছে ৫০০-৫৫০ টাকার মধ্যে। ৫০০ গ্রামের কম ওজনের ইলিশের দর ৩৫০-৪০০ টাকার মধ্যে।

কোটচাঁদপুরে বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিবের ৯০ তম জন্ম বার্ষিকী পালিত

ঝিনাইদহের কোটচাঁদপুরে বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিবের ৯০ তম জন্ম বাষির্কী পালিত হয়েছে। দিবসটি উপলক্ষে উপজেলা পরিষদের

সহযোগীতায় ও উপজেলা মহিলা বিষয়ক কার্যালয়ের আয়োজনে আলোচনা সভা ও সেলাই মেশিন বিতরণ কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়।

শনিবার বেলা ১২ টার দিকে স্থানীয় উপজেলা পরিষদ মিলনায়তনে আলোচনা সভায় সভাপতিত্ব করেন উপজেলা নির্বাহী অফিসার আসাদুজ্জামান রিপন। অনুষ্টানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন ঝিনাইদহ-৩ আসনের সংসদ সদস্য এ্যাড. শফিকুল আজম খাঁ◌ঁন চঞ্চল।

উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা মুন্সী ফিরোজা সুলতানার সঞ্চালনায় আলোচনা সভায় বিশেষ অতিথি হিসাবে ছিলেন উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান ও উপজেলা আ.লীগের সভাপতি শরিফুন্নেছা মিকি, কোটচাঁদপুর মডেল থানার অফিসার ইন্চার্জ মাহবুবুল আলম, উপজেলা আওয়ামীলীগের সাধারণ সম্পাদক মোঃ শাহজাহান আলী, উপজেলা পরিষদের ভাইস চেয়ারম্যান রিয়াজ হোসেন ফারুক, সাবেক মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডার তাজুল ইসলাম সহ বিভিন্ন দপ্তরের প্রধান ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক বৃন্দ।

আলোচনা সভা শেষে উপজেলা মহিলা বিষয়ক কার্যালয় থেকে নেওয়া প্রশিক্ষিত মহিলাদের মাঝে সেলাই মেশিন ও সার্টিফিকেট বিতরণ করা হয়। অন্যদিকে দিবসটি উপলক্ষে উপজেলা আওয়ামীলীগ ও এর অঙ্গ সংগঠন এর পক্ষ থেকে নানা কর্মসূচি গ্রহন করা হয়।

ঝিনাইদহে অসহায় নারীদের মাঝে সেলাই মেশিন বিতরণ

‘বঙ্গমাতা ত্যাগ ও সুন্দরের সাহসী প্রতিক’ এ প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে ঝিনাইদহে বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন নেছা মুজিবের ৯০ তম জন্মবার্ষিকী উদযাপন করা হয়েছে।

জেলা প্রশাসন ও জেলা মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের আয়োজনে শনিবার সকালে জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে আলোচনা সভা ও দুস্থদের মাঝে সেলাই মেশিন বিতরণ করা হয়।

জেলা প্রশাসক সরোজ কুমার নাথ এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সংরক্ষিত মহিলা আসন-২৭ এর সংসদ সদস্য খালেদা খানম।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের উপ-পরিচালক নিলুফার রহমান, জেলা জাতীয় মহিলা সংস্থার চেয়ারম্যান দিপ্তী রহমান, জেলা মহিলা যুবলীগের সাধারণ সম্পাদক এ্যাড. সালমা ইয়াসমিন।

অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন জেলা মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের প্রোগ্রাম অফিসার খোন্দকার শরীফা আক্তার। বক্তারা, শেখ ফজিলাতুন নেছা মুজিবের স্বাধীনতায় তার আত্মত্যাগের বিষয়ে আলোচনা করেন।

পরে জেলার ৩৬ জন দুস্থ নারীদের মাঝে সেলাই মেশিন বিতরণ করেন।